পর্দানসীন মুসলিম নারী দিগম্বর!

বনি আমিন

অষ্ট্রেলিয়ার চোখ ধাঁধানো সুন্দরী মডেল মিশেল লেসলীকে এখনো অনেক পাঠকদের নিশ্চয় স্পষ্ঠ মনে আছে। অত্যন্ত কচি বয়সের (২৪) অপ্সরা এ মডেল গত বছর বালি দ্বীপে হাওয়া খেতে গিয়ে দু'পুরিয়া মাদক-বড়ি (এক্সটেসী) রাখার জন্যে ইন্দোনেশিয়ায় লৌহ শিকের পেছনে কিছুদিন আবদ্ধ ছিলেন। পনের বছরের কারাবাস শঙ্কায় তিনি নিদ্রাহীন কাটিয়েছেন নব্বুই নিশি। মাদক পাচারকারী সন্দেহের মামলা চলাকালীন চতুর মিশেল ইন্দোনেশীয়ার বিচারক মন্ডলীকে প্রভাবিত করতে আচানক ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করে সকলকে চমকে দেয়। জেল থেকে আদালত পর্যন্ত মিশেল নিজেকে সর্বদা আপাদমস্তক অবগুণ্ঠিত করে রাখতো তখন। অনেকে মনে করেন মিশেলের ধর্মান্তর বিষয়টি আদালতকে মারাত্মকভাবে প্রভাবিত করেছে, যার ফলে মামলাটি 'মাদক-পাচারকারী' থেকে 'মাদক-সেবীকা'তে মোড় নিয়ে তার সাজার পরিমান পনের বছর থেকে মাত্র তিন মাসে নেমে এসেছিল। ইন্দোনেশীয়ার কারাগার থেকে মুক্তি পেয়ে মিশেল অতিদ্রুত তার জন্মভুমি অষ্ট্রেলিয়াতে ফিরে আসে। ধর্মান্তর বিষয়ে বিমানবন্দরেই কয়েক ডজন সাংবাদিকের প্রশ্নবানের মুখোমুখি হয়েছিল মিশেল। অষ্ট্রেলিয়াতে প্রত্যাবর্তনোত্তর মিশেলের মাদকদ্রব্য সেবন, গ্রেপ্তার, জেল ও ধর্মান্তর বিষয়ে এখানকার বিভিন্ন বাণিজ্যিক টিভি/রেডিওগুলো রসালো নানা কথায় বেশ ক'দিন লক্ষ লক্ষ শ্রোতা দর্শকদের মাতিয়ে রেখেছিল। অনেকে ভেবেছিল মার্কিন সেলিব্রিটি ও.জে সিম্পসন অথবা মাইকেল জ্যাকসন এর মতো মিশেলও হয়তোবা ইসলামের পথ বেছে নিয়েছিল, আবার অনেকে ভেবেছিলেন তার উল্টোটা।

বাস্তবত ইন্দোনেশীয়ার কঠোর সাজা থেকে বাঁচার জন্যে সুন্দরী মিশেলের ধর্মান্তর ও পর্দানসীন বিষয়টি ছিল সম্পূর্ণ কপটতা। কারণ তার ভয় ছিল, মাদকপাচারকারী এবং সাজাপ্রাপ্ত সুন্দরী শেফেল করবী ও সমসাময়িক অন্যান্য ৯ অষ্ট্রেলিয়ানের মত তাকেও ইন্দোনেশিয়ার বিভৎষ জেলে বাকি জীবন গুজরান করতে হবে। উড়োজাহাজ থেকে পদার্পনের পরপরই উচ্ছসিত মিশেলের ঐ 'গুপ্ত-আচরন'টি সকলের কাছে খোলাসা যায়। গত হপ্তা পর্যন্ত মিশেল দীর্ঘদিন ছিল আলোচনার বাইরে, পর্দার আড়ালে। কিন্তু গত ১৮ এপ্রিল পিনোন্নত বক্ষ উঁচিয়ে কুসুমপেলব দেহের সুন্দরী মিশেল পুনরায় কির্‌কির্‌ শব্দে 'কেটওয়াক' মঞ্চে হেঁটে সিডনীতে শতশত দর্শকের চোখ ধাঁধিয়ে দিয়ে গেছে। মিশেল পুনরায় অষ্ট্রেলিয়ার মডেল জগতে ঢাকঢোল বাজিয়ে নেমেছে। সিডনী'র প্রায় প্রতিটি আকাশ ও ছাপা মাধ্যম সেদিন 'পর্দানসীন মিশেল' ও 'বেআব্রু মিশেল' এর দুটো ছবি পাশাপাশি প্রচার করে ব্যাপক আলোড়ন সৃষ্টি করেছিল। পাশে ইন্দোনেশিয়াতে পর্দানসীন মিশেল লেসলী।

'চোলী কে নীচে ক্যায়া হ্যায়' দেখার জন্যে বোরকা'র উপর টোকা মারুন।